ইস্ট কোলকাতা
কালচারাল অর্গানাইজেশন
শুভ রথযাত্রায় নাট্যমোদী বন্ধুদের অভিনন্দন
নাটক দেখুন
নতুন প্রযোজনার
কাজ চলছে
নাটক করুন
আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা যোগাযোগ করুন
নির্মল শিকদার : ৯৮৩০০৪৯৭৩৮

সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক পত্রিকা ৮ পাতা

LEARN GUITER
&
KEYBOARD
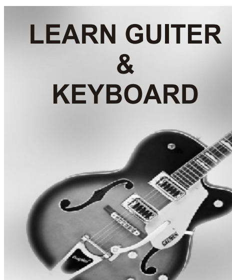
Joy Chakraborty
Ph - 9830283520
Gandhi Seva Sangha, Sribhumi

কলকাতা ২৮ আষাঢ় ১৪২২ ● মঙ্গলবার ১৪ জুলাই ২০১৫ ● ২ টাকা

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগের কিছুকথা

জবা গুহ ঠাকুরতা

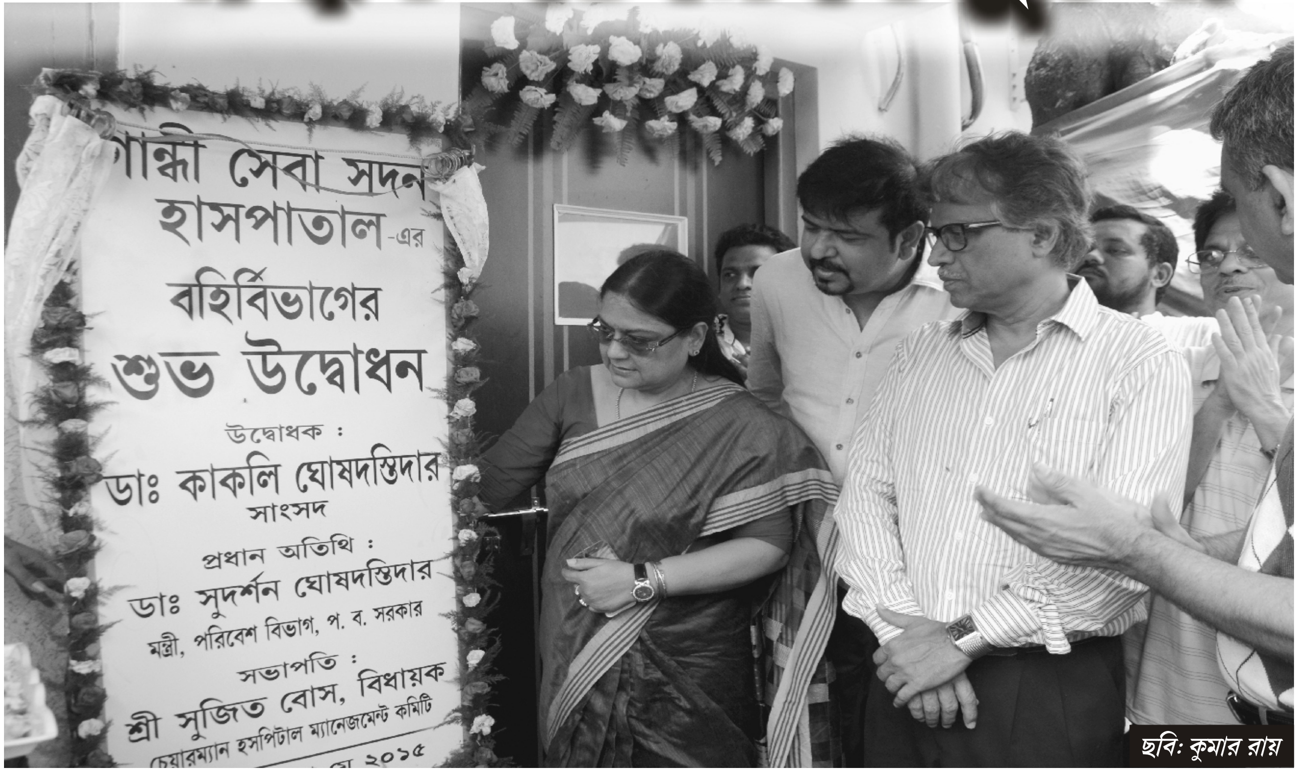

ছবি: কুমার রায়

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই, গত পয়লা জুন থেকে গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগটি চালু হয়ে গিয়েছে। সকলের সুবিধার্থে, সেবামনস্ক ও অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সহায়তায় বহির্বিভাগটি আমাদের পক্ষে আরম্ভ করা সম্ভব হল। এই বহির্বিভাগের শুভ উদ্বোধন হয়েছিল ২৪শে মে রবিবার। বহু স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক, এই অঞ্চলের বিধায়ক ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান শ্রী সুজিত বসু, মাননীয়া সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার, ডাঃ তাপস চট্টরাজ, ডাঃ শিশির রায়, ডাঃ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শুভদীপ পাল, ডাঃ সুমিত আচার্য, ডাঃ সব্যসাচী রায়, ডাঃ শুভব্রত গাঙ্গুলি প্রমুখ বিশিষ্ট ডাক্তারদের উপস্থিতিতে প্রায় ৪০০ জন বিশিষ্ট অতিথি, গুণীজন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ওই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মাঙ্গলিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সঙ্ঘের কার্যকরি প্রেসিডেন্ট ডঃ হিরণ্ময় সাহা সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এর পরে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি এবং অঞ্চলের বেশ কিছু কাউন্সিলারদের পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। ডঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার এই হাসপাতাল প্রকল্পটির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এই উদ্যোগে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন। ডঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এই হাসপাতালের ICU বিভাগটি নির্মাণের জন্যে নিজের তহবিল থেকে এখুনি এক কোটি টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেন। এছাড়াও বিশেষভাবে মহিলাদের ও শিশুদের বিভাগ তৈরির ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য পাশে দাঁড়াবার অঙ্গিকার রাখেন। ইতিমধ্যেই ওনাদের পাঠানো একটি প্রতিনিধি দল এসে ICU তৈরির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। হাসপাতালের চেয়ারম্যান শ্রী সুজিত বসু অত্যন্ত আশাবাদী যে, এই হাসপাতালটি বিশেষ করে এই অঞ্চলের জনসাধারণকে একদিন সুলভে চিকিৎসা দিতে পারবে। ডাঃ চট্টরাজ, ডাঃ শিশির রায়ও এই বক্তব্যকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহা, এই অঞ্চলের সুপরিচিত ডাক্তার শ্রী তাপস চট্টরাজ, ডঃ শুভদীপ পাল এবং সঙ্ঘের সকল সদস্যের নিরলস প্রচেষ্টায় গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের নাম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠারই এই প্রাথমিক উদ্যোগ। সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, সবার জন্য সেরা মানের সুলভ স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নিজেদের একাগ্রতা, সততা এবং শুধু আন্তরিক নিষ্ঠাতেই। তবে হাসপাতাল প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে অনেকটাই নির্ভর করছে ডাক্তারবাবুদের সহযোগিতার ওপরে। গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের তরফ থেকে চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী সুজিত বসুর আবেদনপত্র যায় প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন ডাক্তারবাবুদের কাছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় আমরা প্রায় ৩৫ জনের সম্মতি পেয়েছি আমাদের বহির্বিভাগে বসবার জন্য। যেসব অভিজ্ঞ ডাক্তাররা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তাঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। একটি শীতা-তপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ১০০, ১৫০, ২০০ টাকার বিনিময়ে ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। নাম বুকিং করার জন্য ফোন করতে হবে ৯৮৩৬০৬৬৯১০ বা ০৩৩ ২৫২১৪০১১ এই নম্বরে। এছাড়া সরাসরি এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের বহির্বিভাগটি খোলা থাকে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্য্যন্ত এবং বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্য্যন্ত। প্রসঙ্গত জানাই, শুভ উদ্বোধনের দিন Blood Sugar, HBIC, Pulmonary Functional Test (PFT), E.C.G. -- এগুলি বিনামূল্যে করা হয়েছিল। ওই দিন স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে টেস্টগুলি করার জন্য খুবই আগ্রহ দেখা যায়। প্রায় ২৫০ জন মানুষের টেস্ট সেদিন হয়।

সেদিনের উৎসাহ দেখে হাসপাতাল বহির্বিভাগ থেকে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার ফুসফুস সংক্রান্ত টেস্ট অর্থাৎ PFT বিনামূল্যে করা হবে। এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক কিছু ক্যাম্পও করা হবে রোগ সম্পর্কে মানুষজনকে অবহিত করার জন্য।

ENT বিশেষজ্ঞ ডাঃ (প্রোফেসর) অজিত সাহা, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শৈবাল মৈত্র, গাইনোকোলজিস্ট ডাঃ বন্দনা পাল, সকলেই বহির্বিভাগের ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সার্জেন ডাঃ দীপ্তেন্দু সিন্‌হা, কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনির্বাণ কুণ্ডু, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাঃ সব্যসাচী রায়, মেডিসিনের ডাঃ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় -- এঁরা সকলেই প্রচারের দিকে বিশেষ নজর দিতে বলেছেন। সেবা সদন হাসপাতাল যে সেবার হাত এই অঞ্চলের মানুষের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে তা প্রতিনিয়ত মানুষকে জানাতে হবে -- এটাই আমাদের এখন গুরত্বসহকারে করণীয়।

আপাতত যে ৩২ জন ডাক্তারবাবুরা, তাঁদের অমূল্য সময় ব্যয় করে আমাদের এই বহির্বিভাগে আসছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিই আমরা কৃতজ্ঞ।

বহির্বিভাগের প্রথম একটি মাস অতিবাহিত হয়েছে। আমরা প্রায় ২০০ জন রোগীকে ডাক্তারি পরামর্শ দিতে সক্ষম হয়েছি। এখানকার রোগীরা যাতে সুলভে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন তার জন্য স্থানীয় Diagnostic Centre-এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে রোগীরা সে সুবিধাও পাবেন।

এরপর ৮ পাতায়

MAHALAYA SNACKS CORNER

RESTAURANT & CATERING
Free Home Delivery
P-703, Lake Town, Block - 'A', Kolkata-700 089
Phone: 033-25213049
M— 09433603431

বিশেষ সংবাদ ১৬ই আগস্ট, রবিবার সকাল দশটায় গান্ধী সেবা নিবাসের তিনতলায় নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা

গান্ধী সেবা সংঘের 'সেবা নিবাস' প্রসঙ্গে

উৎপল ঘোষ

ছবি: গৌতম সাহা

উত্তর-পূর্ব ভারতে ক্যান্সার রোগের আক্রমণ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক ও আশঙ্কা দেখা যায়। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যার শতকরা ৯-১০ ভাগ মানুষ এই ভয়াবহ ও দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও মাননীয় ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ অসীম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিগত ২০০৩-০৫ সাল পর্যন্ত ক্যান্সার রোগের সচেতনতা শিবির, একাধিক সেমিনার বা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলী, জয়দীপ মুখার্জি, ডাঃ গৌতম মুখার্জি প্রমুখ চিকিৎসক বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন ও চিকিৎসায় পরামর্শ দেন। সেই সময় সঙ্ঘের দোতলার ঘরে ক্যান্সার রোগীদের যথাযথ চিকিৎসার পরামর্শের জন্য একটি কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স সেন্টার খোলা হয়।

পরবর্তীকালে আমরা উপলব্ধি করি যে, দূরারোগ্য এই ব্যাধির চিকিৎসা ব্যায়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদী। প্রধাণত তিন প্রকারের চিকিৎসা পদ্ধতি: (ক) রেডিয়েশন থেরাপি, (খ) কেমো থেরাপি, (গ) সার্জারি বা শল্য চিকিৎসা। দূরবর্তী জেলা ও প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে এই মারণ রোগের চিকিৎসা দুঃসাধ্য। প্রধানত কলকাতা শহরের বড় বড় সরকারি হাসপাতালে বর্তমানে স্বল্প ব্যায়ে চিকিৎসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তী গ্রামের সাধারণ মানুষ দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার জন্য শহরে সুলভ বাসস্থানের অভাবে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতে পারেন না। সেই ব্যাপক সমস্যার কিছুটা সমাধানের জন্য 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘ' কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সাংসদ ও বিধায়ক তহবিলের অনুদানে এবং স্বহৃদয় ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্যে মাত্র ৭-৮ মাসের মধ্যে দোতলার চারটি দুই শয্যা বিশিষ্ট ঘর এবং ছয় শয্যা বিশিষ্ট দুটি হলঘর নির্মিত হয়। ২০০৫ সালের আগষ্ট মাসে 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘ' 'সেবা নিবাসের' উদ্বোধন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসাকালীন সুলভ বাসস্থান, 'সেবা নিবাস'-এর প্রচার করা হয় এবং বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। আবাসিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রান্না-খাওয়ার ব্যাবস্থা, পরিশ্রুত জল সরবরাহ, খাদ্য ও ঔষধ সংরক্ষণের জন্য ২টি ফ্রিজ, বিনোদনের জন্য টিভি ও পত্র-পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। দিনে ও রাতে রোগীদের দেখাশোনার জন্য দুজন পরিদর্শক আছেন। ২০০৬-০৭ থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীরা 'সেবা নিবাসে' বসবাস শুরু করেন। ২-৩ বছরের মধ্যেই বোঝা গেল যে চাহিদার তুলনায় বাসস্থান নিতান্তই কম। দেখা গেল, বহু রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা চিকিৎসাকালীন হাসপাতাল চত্বরে বারান্দায়, হলঘরে, এমনকি খোলা আকাশের নিচে পলিথিন বা চাদর বিছিয়ে বা ঝুপরি ঘরে বাস করছেন, শুধু মাত্র সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য। চিকিৎসাধীন আশ্রয় সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পুনরায় শুরু হল অবিরাম প্রচেষ্টা। অবশেষে সঙ্ঘের সদস্য ও মহানুভব ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য এবং কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিন তলায় তৈরি হল ৬টি দুই শয্যা বিশিষ্ট কেবিন ও তিনটি শৌচালয়। এছাড়া রান্না ও খাওয়ার জন্য একটি প্রশস্ত সাধারণ ক্যান্টিন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে আবাসিকদের জন্য ধার্য্য ভাড়া নিম্ন প্রকার:

দোতালায় সংলগ্ন শৌচাগারসহ দুই শয্যার ঘরের ভাড়া সাতদিন পর্যন্ত ১২০ টাকা দৈনিক।

তিন তলার দুই শয্যার কেবিনের ভাড়া ১০০ টাকা দৈনিক। এক্ষেত্রে একলপ্তে সাতদিনের বেশি যাঁরা থাকছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

এছাড়া দারিদ্র্যসীমার নিচে (বি পি এল) বসবাসকারীদের জন্য ঘরপ্রতি ধার্য্য ভাড়া ৫০ টাকা দৈনিক।

অধিকাংশ রোগীরাই আসেন উত্তরবঙ্গের জেলা মালদা, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে। সেবা নিবাসে ৩২টি শয্যার বুকিং থাকে গড়ে ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ। কোনও কোনও সময়ে স্থানাভাবে রোগী ও পরিবারবর্গকে আশ্রয় না পেয়ে ফিরে যেতে হয়। সম্প্রতি নীলরতন সরকার ও আর জি কর হাসপাতালে নিযুক্ত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডঃ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের সঙ্গে আলোচনায় জানতে পারলাম যে, সব চেয়ে বেশি সংখ্যক ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা হয় নীলরতন সরকার হাসপাতালে। বছরে গড়ে ছ-হাজার রোগীর চিকিৎসা হয়। দৈনিক নতুন রোগী নথিভুক্ত হয় ১৫/২০ জন। সকাল সাতটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত রেডিয়েশন চলে প্রতিদিন গড়ে আড়াইশ জন রোগীর। সাধারণত রেডিয়েশন চলে চার থেকে ছয় সপ্তাহ ধরে। এরই পাশাপাশি ন্যূনতম ছয়টি কেমো থেরাপি চিকিৎসার জন্য সময় দিতে হয় তিন থেকে চার মাস।

আর জি কর হাসপাতালেও ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা হয় বার্ষিক গড়ে সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার রোগীর। প্রাত্যহিক চিকিৎসা পান প্রায় ১০০ রোগী।

ক'দিন আগে সেবা নিবাসের আবাসিক কয়েকজন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেওয়া হল।

১। মন্টু শেখ। এসেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার রানীতলা থেকে মা-কে নিয়ে। মা, সাবিয়া বিবি (৫০ বছর)। পেটে টিউমার থেকে ক্যান্সার হয়েছে। তাঁর রেডিয়েশন চলছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ২৭টি রেডিয়েশন নিতে হবে। প্রায় দু মাস থাকতে হবে। ওনারা সেবা নিবাসের খবর পেয়েছিলেন প্রতিবেশী রোগীর মাধ্যমে। এখানকার ব্যবস্থা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।

২। অমলেন্দু হালদার ৫২ বছর। এসেছেন বহরমপুর মুর্শিদাবাদ থেকে। বাসন তৈরির কাজ করতেন। গলায় আক্রান্ত। ২২টি রেডিয়েশন হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখনও বাকি ১১টি রেডিয়েশন। প্রথমে কণ্ঠনালীর অপারেশন হয়েছিল। এখন তিনি এখানে ভালই আছেন।

৩। মহঃ সোলেমান আলি ৬০ বছর। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত। বাড়ি জিয়াপাড়া, দক্ষিণ দিনাজপুর। লিউকোমিয়ায় ভুগছেন। রেডিয়েশন চলছে। ২৫টি নিতে হবে। ইতিমধ্যে ১৫টি নিয়ে নিয়েছেন। থাকতে হবে আরও এক মাস। এখানেই রান্না-খাওয়া করেন। এখানে থাকতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

৪। শ্রীমতি মমতা ঘোষ ৫৫ বছর। মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি থেকে এসেছেন। তাঁর জরায়ুতে ক্যান্সার। পরিবারের পেশা - চাষবাস। আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুটো কেমো ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছেন। ২৮টি রেডিয়েশন এখনও বাকি। রান্না-খাওয়া এখানেই করছেন তাতে আর্থিক সাশ্রয় যেমন, তেমনি স্বাস্থ্যকরও। সেবা নিবাসের ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট।

৫। শ্রীমতি আশা ঘোষ ৫০ বছর। জলপাইগুড়ির সার্কুলার রোডের বাসিন্দা। স্বামীর মিষ্টির দোকান। ইনিও জরায়ুতে ক্যান্সার নিয়ে আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রথমবার রেডিয়েশনের সময় সেবা নিবাসেই ছিলেন। এবারে কেমো থেরাপি নিতে এসেছেন। তাঁর বাবা ও মেয়েই দেখাশোনা করছেন। প্রথমে আর জি কর হাসপাতালে পোস্টার দেখে এই সেবা নিবাসের খবর পান। এখানকার ব্যবস্থা ও ব্যবহারে তাঁরা সন্তুষ্ট।

ইতিমধ্যে সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ তাঁদের সীমিত সঞ্চয় ও মহানুভব ব্যক্তিদের দান সংগ্রহ করে সম্প্রতি তিনতলায় আরও এগারোটা দুই শয্যার ঘর এবং সংলগ্ন শৌচাগার ও স্নানঘরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু ঘরগুলিকে সুসজ্জিত করতে খাট, বিছানা, বাসনপত্র ইত্যাদি দৈনন্দিন সরঞ্জামের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। আশাকরি সহৃদয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিরা এই সেবা কর্মে অর্থ সাহায্য করে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বিপন্ন শত শত নিরাশ্রয় রোগী ও তাঁদের পরিবারের জন্য যেটুকু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যাবে সেটাই এই সেবা সঙ্ঘের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার সার্থকতা।

সেবা নিবাস সম্প্রসারণে যাঁরা আর্থিক সাহায্য করেছেন:

১। শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	৫০,০০০ টাকা
২। শ্রীমতি মঞ্জু মুখার্জি	৫০,০০০ টাকা
৩। Planete Coeur (France)	৫০,০০০ টাকা
৪। পৃথ্বিপতি চক্রবর্তী	৯,০০০ টাকা

ক্রমশ

ইনার হুইল

চিত্রা রায়

'ইনার হুইল' কথাটির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে শক্তি, যে শক্তি জীবনের ভেতরের চাকাকে মজবুত রেখে বাইরের চাকাকে শক্তি জোগায়, চলার পথকে আরও মসৃণ করতে। এই 'ইনার হুইলের' চালিকা শক্তি নারী। যে নারীরা চিরকাল তাদের সংসারের ভেতরের চাকাকে স্নেহে, প্রেমে, শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় ঠিকমত চালিয়ে এসেছে, আজ তারাই সৃষ্টি করেছে Inner Wheel Club। উদ্দেশ্য, যে সমস্ত মানুষ বিপন্ন -- শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ বা অসহায় তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সেই একই স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সেবার মন নিয়ে। এদের জীবনের গুণমান বৃদ্ধি করা ও শিক্ষার আলো জ্বেলে দেওয়া যাতে একদিন সবাই জীবনের সব আনন্দ সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে।

'ইনার হুইল' একটি আন্তর্জাতিক ক্লাব। ব্রিটিশ মহিলা মার্গারেট অলিভার গোল্ডিং-এর হাত ধরে এর সূত্রপাত। ভারতবর্ষে এই ক্লাবের সংখ্যা এ পর্যন্ত ১১৪৩। সদস্য সংখ্যা ৩৪৬৫৬। এটি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

আমাদের ক্লাব 'ইনার হুইল ক্লাব অফ গ্রেটার ক্যালকাটা', লেকটাউন। পশ্চিমবঙ্গের ৪৭টি ক্লাবের একটি। প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা শুরু ২০০৮ সালে। যাত্রা পথটি সহজ ছিল না। অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিল প্রায় শূণ্য, কিন্তু আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল, ধৈর্য্য ছিল। ছিল ভাল কিছু করার তাগিদ। 'রোটারি ক্লাব' পাশে থেকে সাহায্য করেছে ও সাহস জুগিয়েছে। যে ভাবেই হোক অনেকের অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফসল লেকটাউনের এই 'ইনার হুইল ক্লাব'। সাত বছর পূর্ণ করে আমাদের ক্লাব শৈশব থেকে কৈশোরে পা রাখলো। এই সাত বছরের পথ চলায় বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। শৈশবে যে সম্ভাবনার বীজ বপন করা হয়েছে, তা আজকের কৈশোরে আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। এই সম্ভাবনা উৎসাহের দখিনা বাতাস বয়ে এনেছে ক্লাবের অন্দরে।

এই সম্ভাবনাকে ঠিক পথে চালিত করতে আমাদের প্রয়োজন সকলের সাহায্যের। লেকটাউনের মহিলাদের কাছে আবেদন করবো আমাদের ক্লাবে যোগদান করুন ও বাড়িয়ে দিন আপনাদের সাহায্যের হাত সেই সব মানুষদের দিকে যারা আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি ক্লাব থেকে আমরা একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কাজ করছি। আমাদের ক্লাবের বাছাই করা বিদ্যালয়ের নাম 'জ্ঞানোদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়'। ওদের অনেক অভাবের জায়গাগুলো আমরা পূরণ করার চেষ্টা করছি। এই কাজ সহজ নয়। তবুও আমরা চেষ্টা করে যাবো আমাদের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব। আশা করব আমাদের ক্লাবের এই প্রয়াসকে আপনারা পাশে থেকে আরও সফল করে তুলবেন।

মানব কল্যাণে, মানুষের পাশে

কৃষ্ণা বসু

মাথার ওপর ছাদ, চারিদিকে নিরাপদ দেওয়াল, নিজস্ব নিরাপত্তায় আমরা ঘুমিয়েই থাকি, আমরা কি মনে রাখি পথচারী নিরাশ্রয় মানুষদের কথা? আমরা কি মনে রাখি পথ শিশুদের কান্নার কথা? বর্ষার নিবিড় রাতে যখন ঘুমের অতলে ডুবে যেতে থাকি তখন কি মনে পড়ে কত মানুষ এই নিবিড় বৃষ্টিতে নিরাশ্রয়? বেশী রাতে কোনো অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দেখতে পাই কত মানুষ, কত মানুষই পথে শুয়ে, পথে বসে বসে দিনাতিপাত করে। তাদের এই নিরাশ্রয় রূপ দেখে কষ্টে বুক ভরে যায়। এইসব অনিকেত মানুষজন তো আমাদেরই দেশের মানুষ। তারাও তো এই ভারতেরই সন্তান সন্ততির দল, -- অথচ আমরা উন্নতিকামী মধ্যবিত্ত মানুষ, উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষজন কতটুকু ভাবি এদের কথা? কতটুকু বিচলিত করে এদের বিপন্নতা আমাদের?

আমরা মানবিকতার কথা বলি, বলতে ভালোবাসি, বলতে ভালই লাগে, কিন্তু কতটুকু মানবতা আমরা পালন করি? আমাদের নিত্যদিনের গৃহকর্মে সহায়তা করেন যে মানুষেরা তারা অনেক সময়ই নিরক্ষর। টিপছাপ দিয়ে তারা প্রয়োজনীয় কাজটুকু সারেন। আমরা যারা অক্ষর-জ্ঞান-যুক্ত, শিক্ষিত মানুষ তারা কি উদ্যোগ নিয়ে তাঁদেরকে লেখাপড়া শেখাতে পারি না? কজন সেই উদ্যোগ গ্রহণ করি? কতজন তৎপর হই তাদের শিক্ষিত করে তুলতে? সেভাবে শিক্ষিত করতে না পারি, নামটুকু সই করতে শেখাতে পারি তো আমরা, পারি না?

কত উৎসবে আমরা বিপুল আয়োজন করি, সেই সব বন্ধু, পরিজন, আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনি মহৎ ভোজে অংশ নেবার জন্য। কত উদ্বৃত খাবার পড়ে থাকে পাতে, কত খাবার

> *আমরা মানবিকতার কথা বলি, বলতে ভালোবাসি, বলতে ভালই লাগে, কিন্তু কতটুকু মানবতা আমরা পালন করি?*

নষ্ট হয়, আমরা সেই খাবার থেকে একটি অংশ এই খেতে না পাওয়া দরিদ্র মানুষদের হাতে তুলে দিই, দিই কি? দিয়েছি কি কোনোদিন?

আমাদের কত পোষাক, কত শীতবস্ত্র অতিরিক্ত পড়ে থাকে আলমারির কোনে, আমরা কি সেই সব পোষাক নিয়ে শীতাতুর বিপন্ন মানুষগুলির পাশে দাঁড়াই, দাঁড়িয়েছি কখনো কি যথার্থ দরদে? একবার এক শীতার্ত বৃষ্টির দিনে শীতকালে আমার কন্যাটি, সে তখন নেহাত বালিকা, তার চারখানি সোয়েটার দিল্লি থেকে ফিরে কেচে দিয়ে আমি কলেজ চলে গিয়েছিলাম; এক পথচারিণী ভিখারিণী কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়ায় আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে। তার সঙ্গে তার দুটি শিশুকন্যা -- আমি কাজের মাসীর কাছে শুনেছি। আমার বালিকা কন্যাটি দয়ার্দ্র হয়ে সেই চারখানি সোয়েটার থেকে দুইখানি সোয়েটার বারান্দা থেকে ছুঁড়ে নিচে নামিয়ে দেয় ঐ শিশু কন্যা দুটির কথা ভেবেই। শুনে প্রথমে কিন্তু রেগে যাই, পরে বুঝতে পারি মানবতার কাজই করেছে আমার কন্যাটি। তাকে আদর করে কোলের কাছে সেদিন টেনে নিয়েছিলাম।

আমাদের চারপাশে নানান বিপন্নতা বহমান। সেই বিপন্নতায় আক্রান্ত মানব মানবীরা আমাদের চারিদিকে ঘোরাফেরা করে। আমরা যদি একটু মানবতার হাত তাদের দিকে বাড়িয়েই দিই, তাতে কার ক্ষতি? কোন্ ক্ষতি? পনের কুড়িটি মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার যদি একত্রিত হয়ে এই সব পরিপার্শ্বের বিপন্ন মানুষজনের দিকে সামান্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিই, তাতে সবচেয়ে মানবতার কাজটি করা হবে। আজকাল যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে, ছোট ছোট ইউনিটের বিচ্ছিন্ন সব পরিবার। আগেকার দিনে পরিবারের একজন অসুস্থ হলে আরো পাঁচজন ছুটে আসত সেখানে, যৌথ উদ্যোগে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা থাকত। একটি বিপন্ন হাতের দিকে এগিয়ে আসত দশ বারোটি হাত কম করে, কখনো তারও বেশী, সেই সব সহযোগিতার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। একই পরিবারে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির কারণে যূথবদ্ধ যৌথ পরিবার আজ আর নেই, -- এই ধরনের ছোট পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর বয়স্ক দম্পতিরা কেবলই একলা হয়ে যাচ্ছে, দুইজনের একজন চলে গেলে আর একজন তো আরও একা হয়ে যাচ্ছে। এই সব একা মানুষেরা যদি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে নিজেদের যুক্ত করতে পারেন তাতে একাকীত্ব যেমন কাটে, তেমনই মানব কল্যাণ হয়।

আসুন, ছোট্ট পরিবারে নয় প্রসারিত পরিবারে বাঁচি। বেঁচে থেকে, মানবতার স্পর্শ নিয়ে উজ্জীবিত, উদ্বোধিত হই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল নির্মাণে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই

১ শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য	১,০০০০০ টাকা
২ শ্রীযুক্ত অমিতাভ ব্যানার্জী ও শ্রীমতি মঞ্জীরা ব্যানার্জী	৫০,০০০ টাকা
৩ শ্রী গৌরী প্রসাদ সেন	৫০,০০০ টাকা
৪ শ্রী শরৎ কুমার হাজরা	৩০,০০০ টাকা
৫ শ্রীভূমি মডার্ন কে জি স্কুল	১০,০০০ টাকা
৬ শ্রীমতি গৌরী চ্যাটার্জী	১০,০০০ টাকা
৭ শ্রী বাসুদেব ঘোষ	১০,০০০ টাকা
৮ শ্রী দীপক কুমার চট্টোপাধ্যায়	১০,০০০ টাকা
৯ শ্রী এন্ রামাচন্দ্রন, চেন্নাই	১০,০০০ টাকা
১০ ডঃ ভবানী প্রসাদ	৭,৫০০ টাকা
১১ শ্রী অনুপ কুমার বনিক	৫,০০০ টাকা
১২ ডঃ অরূপ কুমার	৫,০০০ টাকা
১৩ জি. এম. এস. জোসেফ, চেন্নাই	৫,০০০ টাকা
১৪ ইনার হুইল ক্লাব গ্রেটার কলকাতা	৫,০০০ টাকা

ক্রমশ

সঙ্ঘ সংবাদ

সেবক প্রতিবেদন: গত দু'মাসে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের চিকিৎসা বিভাগের নিয়মিত কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:

১। অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে মে ও জুন মাসে প্রায় ৩৩০ জন রোগী হয়েছে। উপযুক্ত ডাক্তারি পরামর্শের পাশাপাশি ওষুধ পেয়েছেন।

২। হোমিওপ্যাথি বিভাগে মে মাসে ৭২০ জন এবং জুন মাসে ৭৫০ জন রোগী এসেছিলেন। তাঁরা ওষুধ সমেত চিকিৎসার পরামর্শ পেয়েছেন।

৩। বৃহস্পতিবারের চক্ষু বিভাগে ২৮ জন রোগীকে পরামর্শ দেওয়া হয়। সোমবার সকালের ওই বিভাগে অনেক দূর থেকেও বহু মানুষ আসেন, তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমেত ওষুধ, দরকারে ভিটামিন এবং চশমাও দেওয়া হয়েছে। ওই সময়েই পাঁচজনের ছানি অপারেশন করানো হয়েছে।

WITH BEST COMPLIMENTS
From
GREEN POWER SYSTEMS
(GPS RENEWABLES PVT. LTD.)
HSR LAYOUT, BANGALORE-560102.
Plz. Visit at www.greenpowersystems.co.in

রথ ও যাত্রায়

কোনও এক সময় শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে বুদ্ধমূর্তি দর্শনে ব্যাপক পর্যটকের হুড়োহুড়ি, ক্যামেরার ঝলক, হই-হট্টগোল দেখে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, সবার জন্যে মন্দিরের দ্বার হাট করে খুলে দেবেন না। তাতে পর্যটকদের ভিড়ে ভক্তরা হারিয়ে যাবেন। ভক্তিধাম আর 'ভক্তি'তে থাকবে না, হয়ে উঠবে পর্যটনকেন্দ্র। কথিত আছে দেবতা তো একজনই, প্রভু জগন্নাথ। তাঁর মধ্যেই কৃষ্ণ, বিষ্ণু, আল্লা, বুদ্ধ -- সব অবতারের অবস্থান। যদিও পুরীর মন্দিরের সিংহদ্বারে এখনও ঘোষণা -- একমাত্র হিন্দুরাই মূল মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন। রথযাত্রায় মন্দির ছেড়ে মূল বিগ্রহ বাইরে আসছে, ভাই-বোনকে সঙ্গে নিয়ে গুণ্ডিচায় মাসীর বাড়ি যাচ্ছে এবং সাতদিন কাটিয়ে আবার নিজের বাড়ি ফিরছে -- এ এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। অন্য কোনও হিন্দু মন্দিরের বিগ্রহকে গর্ভগৃহ থেকে বাইরে আনা হয় না। উৎসবের দিন ছাড়াও প্রতিদিন পরোক্ষ দর্শনের জন্য পূর্বদ্বারের কাছে জগন্নাথের পতিতপাবন মূর্তি আছে। জগন্নাথের সঙ্গে পতিতপাবনের কোনও পার্থক্য নেই। মহাপ্রসাদ খাওয়াতেও জাতপাতের কোনও ভেদাভেদ থাকে না। ওই দিন সকলেই ওই প্রসাদ পেয়ে থাকেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্যজাতির সার্বিক সেবায় জগন্নাথ আছেন সদাই বড় 'সেবক'।

সম্পাদক সমীপেষু

এই শ্রীভূমি অঞ্চলে বেশ কিছুদিন ধরেই আমি আসা-যাওয়া করি। এখানকার বহু মানুষই আমার পরিচিত। এখানে একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান আছে -- যার নাম গান্ধী সেবা সঙ্ঘ। শুনেছি প্রায় ৬০ বছরের উপরে এই সঙ্ঘ সমাজের নানাস্তরের মানুষের জন্য সেবা, শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘের এই শুভ উদ্যোগকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন ও শ্রদ্ধা জানাই। সকল মানুষের কাছে সাধ্যমত সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এই সংগঠন যে মানবিকতার পরিচয় দিচ্ছে তাকে আমি আবারও সাধুবাদ জানাই। আসলে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি এই সংগঠনের প্রকাশিত নিজস্ব পত্রিকা 'সেবক'-এর নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটি পড়তে আমার ভাল লাগে। আমি একজন সাধারণ মানুষ হয়েও অনুভব করি নিঃস্বার্থভাবে অপরকে সেবা, সাহায্য ও ভালবাসা দেওয়ার মধ্যেই মানব-জীবনের সার্থকতা। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের এই উদ্যোগে আমি যদি কোনওভাবে যুক্ত হতে পারি, তাহলে সুখী হব।
চন্দ্রকুমার, কলকাতা।

কয়েক বছর ধরে আমি গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আমার কন্যা রবিবার সকালে অঙ্কন ক্লাসের ছাত্রী। অতি স্বল্পমূল্যে এখানে আঁকা শেখানো হয়। আমি দূর থেকে বসে সঙ্ঘের কর্মকাণ্ড দেখি। সদস্যরা সব সময় আসা-যাওয়া করছেন, সুষ্ঠুভাবে সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কোনওরকম হট্টগোল বা বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ে না। পরিবেশটি আমার ভাল লাগে। তাই আসি। তাই কন্যাকে আঁকা শিখতে পাঠাই।
উদয় সেন, কলকাতা।

২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার, বিকেল ৪টায়
বাঙুর নাট্যনেশা প্রযোজিত

নটী বিনোদিনী
ভক্তিমূলক যাত্রাপালা
স্থান: রবীন্দ্রভবন (দমদম, সুরের মাঠ)
সম্পাদনা, নির্দেশনা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় – ডাঃ সুভাষ রায়
গিরিশ ঘোষ – উৎপল চ্যাটার্জী, বিনোদিনী – শুভা মুখার্জী
আমন্ত্রণ পত্রের জন্য যোগাযোগ: 83370 56899
সৌজন্যে: RIC Jaminzaidad (P) Ltd

জড়িয়ে আছি 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘে'

বাসুদেব ঘোষ

দেখতে দেখতে প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল। এখনও গান্ধী সেবা সংঘের হিসেব পত্র দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে আছি। আজও মনে পড়ে পুরোনো সেই দিনটির কথা।

সকালে অফিসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় একজন সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। ঘরে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল -- অফিসে দেরীও হয়ে গেল। আলাপ করে ভালো লাগল।

১৯৯০ সালে আমি যখন এতদ অঞ্চলে আসি -- 'ক্যানাল স্ট্রিট অ্যাসোসিয়েশন' বলে স্থানীয় মানুষজনকে নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন করেছিলাম। প্রতি বছর এই গান্ধী সেবা সঙ্ঘ হলেই স্থানীয় ছেলেমেয়ে ও মহিলাদের নিয়ে নাটক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম। আমার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখেই হয়তো এই ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত মাণিক্য রতন গুহ ঠাকুরতা, এসেছিলেন আলাপ করতে। আমাকে সঙ্ঘের সদস্য পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি সদস্যপদ গ্রহণ করলাম।

মনে আছে প্রত্যেক শুক্রবার 'পাঠচক্র' হত। মাণিকবাবুর উদ্যোগে কত গুণী মানুষ যে আসতেন। ভাস্কর সুনীল পাল, গায়ক নির্মল প্রামাণিক, লেখক ও আইনজ্ঞ নিমাই চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ সুদিন ভট্টাচার্য্য, ভক্তি দেবী, আরও অনেকে। একেক দিন একেক বিষয়ে আলোচনা, গান, গল্পগুজবের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দে সময় কাটত।

১৯৯৫ সালে আমি গান্ধী সেবা সংঘের হিসেব রক্ষক পদে মনোনীত হই। সঙ্ঘের সমস্ত হিসেবপত্রের ভার মাণিকবাবুর পক্ষে একা রাখা সম্ভব ছিল না। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই ওঁনার তত্ত্বাবধানে কয়েক বছরের হিসেব আপডেট করা হল। অডিটর শ্রী শান্তনু সাউ বিনা পারিশ্রমিকে অডিট করে দিয়েছিলেন। সঙ্ঘের তরফ থেকে তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন সঙ্ঘের হিসেব রক্ষার কাজ এতটাই সুনিয়ন্ত্রিত যে যেকোনও সময়ই কোনো information পেতে অসুবিধে হয় না। আমাদের সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহার নিরলস প্রচেষ্টা ও তৎপরতায় এটি সম্ভব হয়েছে। হিসেব রক্ষার জন্য আমি, শ্রী রাম অবতার যোশী ও শ্রী প্রতীপ সাহা সকলেই নিয়মিত কাজ করছি। প্রথমদিকে সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা খুব মজবুত ছিল না। সেবাকর্মীদের আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য খরচ চালাতে খুবই অসুবিধে হত। মাণিকবাবুই নানা জায়গা থেকে ডোনেশন জোগাড় করতেন। আমাদের নিজস্ব অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি থেকে যা টাকা আসত তা ব্যাঙ্কে জমা হত। কর্মীদের কাজ চালানোর জন্য কিছু কিছু খরচ হত। খুবই অভাব অনটনের মধ্যে সঙ্ঘের দিন গেছে। আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য সঙ্ঘের সদস্যদের সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হত।

আজকের দিনে গান্ধী সেবা সঙ্ঘকে দেখে খুব আনন্দ হয়। সঙ্ঘের শ্রীবৃদ্ধি, কর্মকাণ্ড, নতুন নতুন উদ্যোগ, আমাদের সব কর্মী-সদস্যদের নতুনভাবে উৎসাহ দেয়। ফরাসী একটি প্রতিষ্ঠান Planete Coeur বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত আমাদের আর্থিক অনুদান দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদেরই সদস্য মাণিকবাবুর পুত্র, শ্রী প্রবীর গুহ ঠাকুরতা, তাঁদের পারিবারিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই সংস্থাটির সঙ্গে চিঠি পত্রের আদান প্রদান করেন। প্রতি বছর Planete Coeur এর সদস্যরা আসেন সঙ্ঘের কার্য্যকলাপ দেখতে। তাঁদের দেওয়া অনুদানকে আমরা কীভাবে গঠনমূলক কাজে লাগাই তা বিষদভাবে তাঁরা জানতে চান। সঙ্ঘের কর্মনিষ্ঠা দেখে তাঁরা খুবই সন্তুষ্ট হন। আমাদের সঙ্গে এই সংস্থাটির একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একথা অনস্বীকার্য্য যে Planet Coeur-এর এই আর্থিক সাহায্য সঙ্ঘের পথ চলাকে অনেক সাবলীল করেছে। আমরা নির্ভয়ে গঠনমূলক বড় কাজে হাত দিতে পেরেছি।

প্রতি বছর নিয়মিত সঙ্ঘের লাইব্রেরির জন্য পুরসভার অনুদান পাই। তাই আমরা প্রতি বছর নতুন নতুন বই কেনার পদ্ধতি জারি রাখতে পারছি। লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করার জন্য শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিরলস প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই। সঙ্ঘের সদস্য শ্রীমতী তপতী গাঙ্গুলীর উপযুক্ত খবরাখবর, সরকারি অনুদান পেতে সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত 'রামমোহন রায় লাইব্রেরি' থেকেও এখনও পর্যন্ত দু'বার অনুদান পাওয়া গেছে সঙ্ঘের লাইব্রেরির জন্য। বর্তমানে প্রায় আট হাজারের বেশি বই আছে এই লাইব্রেরিতে। দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও আমরা সবসময় নানা ভাবে সাহায্য পেয়ে থাকি।

আর কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল চালু হতে চলেছে। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমি এবং আমার সহধর্মিণী, দীপ্তি ঘোষ আন্তরিকভাবে গর্ব অনুভব করি।

amantran
Exquisite Caterer
amantran
HOUSE OF EXQUISITE CATERING & SERVICING
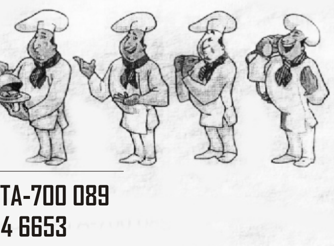
P-132, LAKE TOWN, BLOCK-A, KOLKATA-700 089
P-2521 3554/2534 9879/2534 6653
M-98300 49738

পরিবেশ: অন্য সঙ্কট

ম্যাগি-কাণ্ডের ইতিউতি

রবীন মজুমদার

১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে পরিবেশের সঙ্কটের নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। সেসব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সব মহলই সচেষ্ট। তা, মানুষ সচেতন হয়েছেন বৈকি! শিক্ষিত মানুষ মাত্রই আজ পরিবেশের অনেক সমস্যা-সঙ্কটের কথা জানেন। লেখালেখি বলাবলিও অনেক হয়। আমি এখানে সে সবের কথা তুলবো না। বরং বলবো, এই সব সমস্যা-সঙ্কট মোকাবিলায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তারই কিছু সমস্যা, বিড়ম্বনা ও সঙ্কটের কথা। একটু ভুল হল, অনেক সময়, পরিবেশের সমস্যাদি নিরসনে কার্যত কোনও পদক্ষেপই করা হয় না, বা যায় না। সেটাও কিন্তু একটা সঙ্কট। ভূমিকা না বাড়িয়ে, একটি সাম্প্রতিক উদাহরণই পেশ করা যাক।

ম্যাগি ন্যুডলসের কথা ভারতের আমআদমিও জানেন। মাত্র দু'মিনিটের এমন একটি খাবার হঠাৎই বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা দেখার কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা (Food Safety and Standards Authority of India, বা FSSAI) নেসলে ইন্ডিয়াকে এদেশে ওই ন্যুডলস বিক্রি বন্ধ করতে বলেছে। অবশ্য নেসলের দাবি, তার আগেই তারা ভারতের বাজার থেকে ওই পণ্য তুলে নেওয়ার ঘোষণা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। কারণ যে শোরগোল উঠেছিল তাতে ভারতের জনমানসে তাদের সুনাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এবছরের ২০শে মে থেকে সমস্ত ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর সূত্রে জানা যায়, ম্যাগি নামক ওই চটজলদি ন্যুডলসের অনেকগুলি নমুনা পরীক্ষা করে তাতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার চেয়ে প্রায় সাত গুণ বেশি সিসা পাওয়া গেছে। স্বাদবর্ধক অন্য একটি উপাদান -- মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG) সেটিও যথেষ্ট মাত্রাতিরিক্ত। সিসা একটি স্নায়ুতান্ত্রিক বিষ এবং MSG-ও নিয়মিত খেলে হজমের গোলমাল, ক্ষুধামান্দ্য, ক্লান্তি, মাথাধরা, বমিভাব, মুখে ও চামড়ায় র‍্যাশ ইত্যাদি উপসর্গ তৈরি করতে পারে। যাকে এক কথায় চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সিনড্রম বলে। ক্ষেত্র বিশেষে এমনকি গলা বুঁজে আসা, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথাও হতে পারে। অল্প বয়সীরাই ম্যাগি ন্যুডলসের বড় ভক্ত। অতএব উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে বৈকি! তারপর থেকে নিয়ম করে নেসলে ইন্ডিয়া রোজই খবরে আসছে। সেসব এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা প্রসঙ্গে আবার কিছু কথা আসবে।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে, এর মধ্যে পরিবেশ সঙ্কটের কথা আসে কোত্থেকে? সেটিই বরং আমি বলি।

খাদ্য অবশ্যই আমাদের পরিবেশের অঙ্গ, অপরিহার্য বৃহৎ অঙ্গই। আজকের দিনে, সামান্য অংশ বাদ দিলে, আমাদের সব খাদ্যই কোনও না কোনও প্রক্রিয়াজাত। মনে রাখতে হবে কৃষিও একটি প্রক্রিয়া। ক্ষেত থেকে কোনও খাদ্যই আমাদের খাবার টেবিলে সরাসরি পরিবেশন হয় না, আরও কিছু প্রক্রিয়াকরণের পরই তা হয়। চাল, ডাল, গম, তেল, মশলা প্রায় সবার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। ম্যাগি নিয়ে শোরগোল ওঠার পর যে কোনও নাগরিকের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে -- আচ্ছা আমরা আরও বেশি পরিমাণে নিয়মিত খাই যেসব খাদ্য, তাদের বেলায় গুণমান বলে কিছু আছে কি? থাকলে সেগুলি কি যাচাই করে দেখা হয়? এসব নিত্য-খাদ্যের মাধ্যমে আমরা কোনও বিষ বা ক্ষতিকারক কিছু গলাধঃকরণ করছি কি না? তার নিশ্চয়তা কে দিচ্ছে? আমরা কি সেসব ঘোষণা দেখে-শুনে এইসব খাদ্যদ্রব্য কিনি? হ্যাঁ, এসব খাদ্যদ্রব্যেরও গুণাগুণ নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু রক্ষিত হচ্ছে কিনা প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমন প্রশ্নে অস্বস্তিতে পড়তে পারেন দু'পক্ষই -- যাদের এসব দেখার কথা -- রাষ্ট্র, রাজ্য বা তাদের বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থা এবং আমরা যারা উপভোক্তা বা কনজিউমার। এই ফাঁক দিয়ে কোনও সঙ্কট উঁকি মারছে কি?

ম্যাগির ব্যাপারটা অবশ্য একটু আলাদা -- তা মানতেই হবে। সস্তা, সহজ-পুষ্টিকর প্যাকেটজাত খাবার তৈরি ও বাজারজাত করার একশ পঁচিশ বছর ধরে সুপরিচিত বহুজাতিক নেসলে, তিরিশ বছর ধরে ভারতে ন্যুডলস তৈরি ও বিক্রি করছে এবং ন্যুডলস বাজারের বৃহৎ অংশই তাদের দখলে। তারা ছাড়াও আরও অনেক কোম্পানি সরাসরি রান্নার জন্য 'তৈরি ন্যুডলস'ও বাজারে আছে। উপভোক্তা কি ইচ্ছে করলেও তাদের গুণমান তুলনা করে বাছাই করতে পারেন? নিশ্চয়ই না, দুটি জিনিস সেখানে প্রাধান্য পায় -- এক: বিজ্ঞাপন, দুই: খেতে কতটা ভাল। হয়তো কত সহজে, কম সময়ে সেটি তৈরি করা যায়, তা উপভোক্তারা গণ্য করেন।

সাধারণভাবেই অবশ্যই ধরে নেওয়া হয়, এবং নেওয়া অসঙ্গত নয় যে, কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার, তাদের দপ্তরগুলি এবং সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিগুলি এ কাজে সদা-সতর্ক এবং দক্ষতা, তৎপরতার সঙ্গে নিয়মিত গুণমান যাচাই করে তবেই কোম্পানিকে ব্যবসা করতে দেন। এটা তাদের কর্তব্য, সাধারণ মানুষ বা উপভোক্তাদের নয়। এটা একদমই ঠিক কথা। এবং এই ঠিক-ই আসলে বে-ঠিক। ম্যাগি প্রসঙ্গেই সেটা বেআব্রু হয়ে গেল অনেকটাই। একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপারটা।

ম্যাগি ন্যুডলসের কোনও কোনও বাজারজাত পণ্যে, সিসা এবং MSG মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে আছে, তা জানাজানি হবার পরে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে বাজার থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা হতে লাগল। কোথাও কোনও নমুনায় অতিরিক্ত সিসা ও MSG পাওয়া গেল, কোথাও পাওয়া গেল না। যেমন পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়নি। চিত্রটা যথেষ্ট গোলমেলে, ধোঁয়াশা ভরা। কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তায় ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। তাই, FSSAI বিক্রির ওপর নিষেধজ্ঞা জারি করলো!

ওদিকে কোম্পানি ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে -- আমাদের কাছে আমাদের পণ্যের গুণমানই প্রধান বিবেচ্য। আমাদের ল্যাবরেটরি অতি উন্নত, যন্ত্রপাতিও সর্বাধুনিক, লোকজন পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। নিজেদের ল্যাবরেটরিতে তো বটেই, সরকার অনুমোদিত অন্যান্য ল্যাবরেটরিতেও আমরা পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি -- মাত্রাতিরিক্ত সিসা কোথাও নেই, ছিল না। MSG-ও আমরা সরাসরি মেশাই না। প্যাকেটের ঘোষণায় একটু ভুল ছিল, এটুকুই আমাদের ত্রুটি। তাও আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি বলেই ভারতের বাজার থেকে সব পণ্য তুলে নিচ্ছি। ইতিমধ্যে ২০,০০০ কোটি প্যাকেট পুড়িয়ে দেওয়া (সিমেন্ট তৈরির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত) হয়েছে। বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি কিছুদিন আগে নেসলে ইন্ডিয়াকে ভারতে তৈরি ন্যুডলস বিদেশে রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। কোম্পানি যদি তাদের প্রোডাক্ট সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করেন, তাহলে রপ্তানি করতেই পারে!

সঙ্কটের কথাটা আমি কি বলতে চাইছি বোঝা গেল না তো? আরও একটু ব্যাখ্যা করি।

ন্যুডলসের মত পণ্য থেকে অতি নিম্নমাত্রার (দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের কম বা কিছু বেশি) সিসার উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে পরিমাপ করাটা সত্যিই সহজ নয়। ভাল ল্যাবরেটরি, ভাল যন্ত্রপাতি দামি ও আমদানিকৃত উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তো লাগেই। এমনকি বিশ্লেষণে যে সব রাসায়নিক ও জল দরকার হয় সে সবেরও উপযুক্ত গুণমানের প্রশ্ন আছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার ল্যাবরেটরির বেহাল দশার কথা ম্যাগির নমুনা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই সংবাদপত্রে প্রকাশিত। সব দিক থেকে যথোপযুক্ত মানের ল্যাবরেটরির সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা।

শুধুমাত্র বাজার থেকে সংগ্রহ করা কিছু নমুনা বিশ্লেষণ করেই সমস্যা এবং তার কারণ উদ্ঘাটন এ ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। তার জন্য চাই সুপরিকল্পিত ব্যাপক অনুসন্ধান। সেই পরিকাঠামো আমাদের যথেষ্ট অপ্রতুল। একটি পূর্ণাঙ্গ রহস্য উন্মোচনের মতই তা জটিল। সততা ও স্বচ্ছতার কথা না হয় নাই তুললাম! আমাদের নিজেদেরই নিজেদের ওপর আস্থা কতটা! অভিজ্ঞতায় বলতে পারি অবস্থা মোটেই আশানুরূপ নয়। তাছাড়া আছে নেসলের মতো বহুজাতিকদের ওপর আমাদের অকারণ অন্ধবিশ্বাস ও আস্থা। ম্যাগি প্রসঙ্গেই বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত ব্যাক্তিকে বলতে শুনেছি, বিশ্লেষণে কোথাও ভুল হয়েছে, নেসলে কি এতটাই কাঁচা কাজ করবে? বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রেও সেই আশঙ্কা ব্যক্ত করে চিঠি লিখেছেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

কয়েক বছর আগে ঠাণ্ডা পানীয়ে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের উপস্থিতির কথা প্রকাশ করেছিল দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স। জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি হল, মামলাও হল, কিন্তু ঠাণ্ডা পানীয়ের কোম্পানি ঠাণ্ডা হল কি?

এইসব বহুজাতিকেরা ধোঁয়া তুলসীপাতা মনে করলে ভুল হবে। অথচ আমাদের ব্যবস্থায় আমরা তাদের দোষ থাকলেও তা প্রমাণ করতে পারবো কি? পরিবেশের অন্য সঙ্কটের কথাটা কি বোঝাতে পারলাম?

মিজোরামের ভূগোল ও ইতিহাস

পৃথ্বিপতি চক্রবর্তী

ছবি: গৌতম সাহা

মিজোরামের ইতিহাস খুব একটা পুরোনো নয়, যদিও বা ভূগোলটা একটু বিচিত্র। বিচিত্র এই জন্য যে, সীমানার বেশির ভাগটাই বাংলাদেশ আর মায়ানমার বা বার্মা জুড়ে। যেটুকু বাকি থেকে গেছে, তা আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। মিজোরামের প্রায় গোটা পশ্চিম জুড়ে বাংলাদেশ, আর প্রায় গোটা দক্ষিণ ও পূর্ব জুড়ে মায়ানমার বা বার্মার কাচিন হিল্‌স্ প্রদেশ। উত্তরে আসামের কাছাড় জেলা, উত্তর-পূর্বে মণিপুরের চুরাচাঁদপুর জেলা ও উত্তর-পশ্চিমে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনগুড়, ধর্মনগর, ইত্যাদি অঞ্চল। মানচিত্রে মিজোরামকে সাপের ফনা বা Hood of Snake, প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক নির্মল নিবেদনের ভাষায়, দেখতে লাগলেও, ফনা বা ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে অনেকে। প্রায় ২১,০৮৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মিজোরামের অনেকটা দুর্গম পাহাড় ও ঘন জঙ্গলে ভরা এবং বেশ কিছু অংশ এখনও ঠিকমত আবিষ্কৃত হয়নি।

সে যাই হোক, মিজোরামের ইতিহাস খুব একটা পুরোনো নয়। যে দুটি প্রধান পর্বতমালা জুড়ে আজকের মিজোরাম, সেদু'টি হল উত্তর লুসাই পাহাড় (North Lushai Hills) এবং দক্ষিণ লুসাই পাহাড় (South Lushai Hills)। ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বার্মা যুদ্ধের সময় বার্মার সেনারা লুসাই পাহাড়ে ঢোকার ফলে এই পাহাড়ের বসবাসকারী লুসাই, থাডো, পই ইত্যাদি গোষ্ঠীর সংগে বাইরের জগতের পরিচিতি হয়। প্রধানতঃ Head Hunting বা নরমুণ্ড শিকারের জন্য ব্রিটিশরা এই পাহাড়বাসীদের লুসাই নামে পরিচিত করে বাইরের জগতের সাথে। মিজোভাষায় Lu বা লু-এর অর্থ মাথা বা চুল, আর shai বা shei বা সাই-এর অর্থ শিকারী বা Hunter। মিজোরামের ইতিহাসে কোথাও কোন শক্ত প্রমাণ নেই যে মিজোরা নরখাদক ছিল। তা'হলে নরমুণ্ডের শিকার কেন? এক বিচিত্র কুসংস্কার। মৃতের আত্মার সন্তুষ্টির জন্য অন্য গোষ্ঠীর লোকেদের মেরে আত্মার বসবাস সুখের করে তোলা। বিশ্বাস যে অন্য মৃতদের আত্মাও একই জায়গায় থেকে পরস্পরকে সাহচর্য দেবে। এমনি অনেক লুণ্ঠন ও অন্যদের বন্দী করে আনার ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িয়ে দেয় এবং বাধ্য করে দু-দু'জন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেলের নেতৃত্বে লুসাই পাহাড় অভিযান। সেটা ছিল ১৮৭১ সালের ২৯শে জানুয়ারী। লুসাই-মিজোদের এক chief বা মুখিয়া, বুয়াংখুয়াইয়া নামে, হঠাৎ আক্রমণ করে বসে কাছাড়ের কাট্‌লিচেরা ও আলেকজান্দ্রাপুর চা-বাগান। উদ্দেশ্য একই, মৃতের আত্মার শান্তির জন্য নরমুণ্ডের প্রয়োজন আর চাষের কাজ ও অন্যান্য কাজের জন্য লোক জোগাড় করা। সেসময় আলেকজান্দ্রাপুর চা-বাগানের অতিথিশালায় ছিলেন বেড়াতে আসা মিঃ উইনচেস্টার ও তাঁর ছ'বছরের মেয়ে, মেরি উইনচেস্টার। বেশ কিছু লোককে ও মিঃ উইনচেস্টারকে হত্যা করার পর বুয়াংখুয়াইয়ার দল অন্যদের বন্দী বানানোর সংগে মেরিকেও বন্দী বানিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রথম কোন ব্রিটিশ, তা'ও একটি বাচ্চা মেয়েকে, বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটলো। আর এই ভুলের জন্যই বোধ হয় ইংরেজদের সংগে বাইরের জগতের কাছেও অজানা অচেনা লুসাই পাহাড় পরিচিত হয়ে গেল। লুসাইদের শায়েস্তা করতে ব্রিটিশ সরকার দুটো Punitive Expedition-এর আদেশ দেয়। একটি, ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল Bourchiar-এর নেতৃত্বে কাছাড় থেকে উত্তর লুসাই পাহাড় যায়, আর অন্যটি, ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল Brownlo-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে দক্ষিণ লুসাই পাহাড়ে ঢোকে। ব্রিটিশ বাহিনী বেশ কয়েকটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার করে এবং মেরিকে নিয়ে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যায়। ফিরে যাওয়ার আগে, লুসাই মুখিয়াদের কাছ থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হয় যে ব্রিটিশদের অধীনস্থ চা-বাগানগুলোতে ভবিষ্যতে আর কোন লুঠপাঠ যেন না চালানো হয় বা শান্তি ভঙ্গ না করা হয়। লুসাইদের সংগে নিয়মিত সম্পর্ক রাখার জন্য তিনটে বাজারও বসায় ব্রিটিশবাহিনী।

দীর্ঘ পনেরো বছর শান্তি বজায় থাকলেও, ১৮৮৮ সালে একের পর এক ঘটনায় বাংলার ব্রিটিশ সরকার এক স্থায়ী দুর্গ বা Fort বানানোর কথা চিন্তা করে দক্ষিণ লুসাই পাহাড়ের উপযুক্ত জায়গায়। সবথেকে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ব্রিটিশ অধিনস্থ রাঙ্গামাটি এলাকায় সার্ভের কাজ করার সময়। লেফটেন্যান্ট জে. এফ. স্টুয়ার্ট ও তাঁর দুই সঙ্গীকে হত্যা করে হাউসাতা নামে এক মিজো। এইজন্য যে, বউকে বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে গেলে, শ্বশুর দাবী করে দুটো নরমুণ্ড। সামাজিক প্রথা হিসেবে আত্মার শান্তির জন্য। এরপর ১৮৮৯-৯০ জুড়ে চলে নিয়মিত সামরিক অভিযান ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে। এই সময়, লুসাই বা মিজো মুখিয়াদের নিজেদের আনুগত্যে আনানোর সাথে সাথে স্থায়ী শান্তি ও লুসাইদের উপর নিয়মিত নজরদারির জন্য চারটি Fort বানানো হয়। প্রথমটি দক্ষিণ লুসাই পাহাড়ের লুংলেতে, দ্বিতীয়টি দেমাগিরি থেকে চুয়াল্লিশ মাইল দূরে দারজোতে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থটি উত্তর লুসাই পাহাড়ের আইজল এবং চাংগশিলে যথাক্রমে। লুসাই পর্বত এলাকাকে ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে আনা হবে কিনা, তাই নিয়ে বেশ চিন্তা দেখা দেয়। এক পক্ষের মতে, ভারত ও বার্মার অন্য সব প্রদেশের মত লুসাই পার্বত্য এলাকাকে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসনে আনা উচিত; অন্যদিকে অপরপক্ষের যুক্তি ছিল যে তাহলে সাদা হাতী পোষা হবে ও পরিবর্তে প্রাপ্তির ঝুলিতে শূন্য। দ্বিতীয় পক্ষের মতে, উত্তর লুসাই পাহাড়ের দুটো Fort-এর পেছনে ১৮৯৩-৯৪ থেকে ১৮৯৬-৯৭ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বছর গড়ে খরচ করা হয়েছে পাঁচ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশো টাকা আর দক্ষিণ লুসাই পাহাড়ে দুটো Fort-এর জন্য একই সময় খরচ করা হয়েছে চার লক্ষ চুরান্নবই হাজার টাকা, যা ঐ সময়ের হিসেবে খুবই বেশি, অথচ লাভের ভাগে প্রায় শূন্য। শেষমেশ, সিদ্ধান্ত হলো যে লুসাই পার্বত্য এলাকাকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আনা হবে না, তবে দক্ষিণ লুসাই পাহাড় অঞ্চলকে একটি জেলার মর্য্যাদা দিয়ে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নারের অধীনে আনা হবে আর উত্তর লুসাই পাহাড় অঞ্চলকে একটি জেলা হিসেবে আসামের Chief Commissioner-এর শাসনে আনা হবে। এও ঠিক হল এই দুটি এলাকার উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম খরচ, যা না করলেই নয়, তাই করা হবে। দুটি জেলাতেই প্রশাসনিক আধিকারিক হিসেবে থাকবে Superintendent, সেনা অফিসারদের মধ্য থেকে। ১৮৯১ সালে G. S. Murray-কে দক্ষিণ লুসাই হিল্‌স্-এর Superintendent ও Captain H. R. Browne .কে উত্তর লুসাই হিল্‌স্-এর Political Officer-cum-Superintendent হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

পরবর্তীকালে, ১৮৯৮ সালে, প্রশাসনিক সুবিধের জন্য, দুটি জেলাকে জুড়ে লুসাই হিল্‌স্ নামে একটি বড় জেলা করা হয় এবং আসামের Chief Commissioner-এর শাসন ব্যবস্থার সংগে জুড়ে দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থার সংগে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বাইরে রাখা হয় লুসাই পার্বত্য জেলাকে, যার জন্য এই অঞ্চলকে Excluded Area বা বহির্গত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়, যার ফলে সব ব্রিটিশ আইন ও স্থানীয় Provincial সরকারের করা আইনের আওতার থেকে বাইরে থাকে এই অঞ্চল, হাতে গোনা কয়েকটি আইন ছাড়া, যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধি, পুলিশ আইন, ইত্যাদি। ব্রিটিশ সরকারের এই দায়িত্বহীন নীতির সুযোগ নেয় খ্রীষ্টান মিশনারীরা। তারাই সর্বপ্রথম লুসাই পার্বত্য এলাকা জুড়ে মিশনারী স্কুল ও হাসপাতাল বানিয়ে একদিকে যেমন লুসাইদের পড়াশোনা ও চিকিৎসার সুযোগ করে দেয়, তেমনি অন্যদিকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীও করে তোলে এদের।

শিক্ষা ও সভ্যতার পথে এক সুন্দর যাত্রা শুরু হোল লুসাইদের। নাম পাল্টে, ১৯৫৪-তে লুসাই পার্বত্য জেলার নাম হোল মিজো জেলা। লুসাইরাও পরিচিত হোল Mizo নাম নিয়ে। Mi-র মানে মানুষ বা জাতি আর Zo-এর অর্থ হোল পাহাড়। তাই লুসাই বা Head Hunter থেকে মিজোদের উত্তরণ হোল পাহাড়ে বসবাসকারী জাতি হিসেবে। পরের ইতিহাস সোনার অক্ষরে লেখা। আমার শুধু অবাক লাগে ভেবে যে ১৯৮৩ সালে আমি যখন আইজলের অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে যোগ দিই এবং বিচারব্যবস্থাকে সংগঠিত করার কাজে লাগি, তখন দেখি যে, নরমুণ্ড শিকার তো দূরের কথা, কোন পৈশাচিক হত্যা বা brutal murder যা আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য উন্নত রাজ্যগুলোতে দেখতে পাই, তার একটিও আমার নজরে আসেনি মিজোরামে। দু'একটি murder case যা বিচারের জন্য আসতো, তার বেশির ভাগই পাশ্ববর্তী বিদেশী রাষ্ট্রের থেকে আসা লোকেদের দ্বারাই হোতে দেখা যেত, অথবা,আধাসামরিক-বাহিনীর লোকেদের থেকে

এরপর ৭ পাতায়

কিছু ভাবনা অথবা দুর্ভাবনা

ডঃ কল্যাণ দত্ত চৌধুরী

WHO স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন "Health is a state of complete physical, mental and social well being, and not merely an absence of disease or infirmity"। এই সংজ্ঞা অনুসারে আমরা বিশেষত শহরবাসীরা প্রায় সকলেই অসুস্থ বা রুগ্ন। কারণ আমরা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত এবং মগ্ন যে আর কোনও দিকে তাকাবার অবসর নেই। এই সবে উচ্চ মাধ্যমিক, CBSE, প্রভৃতির ফল প্রকাশিত হয়েছে। ঘরে ঘরে তার প্রতিক্রিয়া। এমনই একটা বাড়িতে থমথমে অবস্থা। সবাই বিষণ্ন। কারণ কি? 'ছেলে' মেধাবী কিন্তু খুব খারাপ ফল হয়েছে। বাড়ীতে এক আগন্তুকের জিজ্ঞাসা, 'কি হোল? সবাই গোমরা মুখ করে বসে আছেন?' উত্তর এল 'মাত্র 83% নম্বর পেয়েছে। এটা কি একটা নম্বর হোল? আজকাল 90-95% marks না পেলে কোন কলেজেই ভর্তি হতে পারবে না। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।' বললেন অভিভাবক। এই ঘটনার বিবরণ শুনে আমার প্রতিবেশী বললেন, 'এটা একটা ঘোর সামাজিক অসুখ'। বুদ্ধিদীপ্ত বন্ধুবর ডাক্তার না হয়েও এই রোগ নির্ণয় করেছেন।

বিবর্তনবাদের প্রবক্তা দুই ব্যক্তি, চার্লস রবার্ট ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। তাঁরা বলেছেন, 'Struggle for existence and survival of the fittest'। অর্থাৎ অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন বা টিকে থাকা। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম আজও চলছে। তবে এই সংগ্রামের অভিমুখ বদলেছে। এখন আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী, আরো অর্থ, আরো স্বাচ্ছন্দ্য, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ী-বাড়ী; গ্রীষ্মে সুইৎজারল্যান্ড ভ্রমণ, বসন্তে ব্যাংকক, আরও কত কি। সুতরাং অভিভাবকবৃন্দ তাঁদের ছেলেমেয়েদের এই সংগ্রামে জয়ী করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শিশুর তিন বছর বয়স না হতেই ঘাড়ে বইয়ের বোঝা চাপিয়েছেন। প্রথমে নার্সারি বা কেজিতে ভর্তি করাতে হবে -- তার প্রস্তুতি। তারপর নামি দামী English Medium School। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা নৈব নৈব চ। ছ্যাঃ, এটা কি একটা ভাষা? English Medium না হলে তো ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতার প্রাথমিক নির্বাচনে পরিত্যক্ত হবে। স্বপ্ন পূরণের পরিধি আরো বিস্তৃত করার জন্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলবে ক্রিকেট, চিত্রাঙ্কন, গীটারবাদন, প্রভৃতি বিষয় প্রশিক্ষণ। শিশুর শৈশব, কিশোরের কৈশোর অপহৃত। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক মহাশয় সুললিত সাবলিল ভাষায় রচনা লিখে দিলেন 'সমাজবদ্ধ' সম্বন্ধে অথবা 'নিজেরে লয়ে বিব্রত থাকিতে আসে নাই কেহ অবনীপরে/সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' কবিতা পংক্তির সুন্দরভাবে সম্প্রসারণ করে দিলেন। শুধু মুখস্থ করো। তাৎপর্য জানার চেষ্টা করবে না। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিতেই থাক। সর্বদা 'টপার' হবার সাধনা করো। এমত সামাজিক প্রেক্ষাপটে গান্ধীজীর নাম মনে আসছে। ত্যাগ, অহিংসা, সেবা ছিল তাঁর মন্ত্র। সমাজে যারা অবহেলিত, পরিত্যক্ত, ঘৃণিত, তাদের কাছে তাঁর সেবার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। নির্দ্বিধায় তিনি কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করতেন। প্রসঙ্গত বলি, গান্ধীজীকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ১৯৪৬ এর আগষ্ট মাস। সে একটা বিভীষিকাময় সময়।

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তুঙ্গে। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে তখন গণহত্যা চলছে। রক্তস্নাত বঙ্গদেশে গান্ধীজী ছুটে এলেন। গেলেন নোয়াখালিতে। তাঁর উপস্থিতিতে দাঙ্গা কিছুটা প্রশমিত হল। ফেরার সময় এলেন কোলকাতায়। বেলেঘাটায় একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ মিটিং-এ পৌঁছবার জন্য যখন রাজাবাজার দিয়ে এগচ্ছি -- দেখলাম হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা অভাবনীয় সম্প্রীতি। গান্ধীজীর ম্যাজিক-উপস্থিতিতে, অহিংসা বাতাবরণের এক চুম্বক টানে সব হিংসা-জিঘাংসা অন্তর্হিত হয়েছে। বিপুল জন সমাবেশ। সঙ্গে ছিলেন আমার দাদা, বললেন, 'ঐ দেখ্ ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক। উনি আনন্দবাজারের সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য।' আমি এক খুদে দর্শক। গান্ধীজী এলেন, বসলেন সভামঞ্চে। খালি গা, খাটো ধুতি, চোখে চশমা। অনেকটা তামাটে দেহত্বক। মনে হল দেহ থেকে যেন একটা জ্যোতি বেরোচ্ছে। ভাষণ দিলেন মধুর কণ্ঠে, তার কিছুটা বুঝেছিলাম, কিছুটা বুঝিনি।

এই গান্ধীজীরই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কতিপয় মহৎ ব্যক্তিত্ব 'গান্ধী সেবা সংঘ'-র বীজ রোপণ করেন। সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে, বড় হয়ে, শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আজ প্রায় এক মহিরুহে পরিণত হয়েছে। অদ্যাবধি এই গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা ইত্যাদি কার্যে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা প্রায় সব ৫০-৬০ উর্দ্ধ প্রবীণ। তাই নবীনদের আহ্বান করি। বলি, প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যে যে সংগ্রাম তোমরা চালিয়ে যাচ্ছ -- চালিয়ে যাও কিন্তু এরই মধ্যে একটু সময় দাও এই মহতী প্রতিষ্ঠানের জন্য। নিজেদের এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত করে সমাজের আংশিক দায়ভার বহন কর। পরিশেষে কবির ভাবনায় বলি ঃ

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

মিজোরামের ভূগোল ও ইতিহাস

৬ পাতার পর

হোত। যে কয়েকটি হত্যা কাণ্ড ঘটেছে, তা পৈশাচিক ভাবে ঘটেনি। মূলতঃ MNF-এর গোরিলা বাহিনীদের দ্বারাই হয়ে থাকবে। ১৯৮৬-৮৭ সাল পর্য্যন্ত বাড়ির জানালাতে লোহার bar বা grill থাকতো না, যেহেতু চুরি বা ডাকাতি হোতই না। ভাবতে অবাক লাগে যারা ইংরেজি শিখতে শুরু করল মাত্র উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে, তারা একসময় অনুসূচিত জাতি হিসেবে সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ও অন্য কেন্দ্রীয় সেবাতে All India Services & Central Services সব থেকে বেশি সংখ্যায় নিযুক্ত হতে পেরেছে। তারা গোটা দেশে শিক্ষার হারে কেরালাকেও একসময় পেছনে ফেলে এসেছিল।

সবই ঠিক ছিল বা হোত, যদি এরা আর একটু ভারতমুখী হোত, যদি আরেকটু অন্য ভারতীয়দের সংগে একাত্ম হতে পারত। জানি না, এজন্য কারা দায়ী। ব্রিটিশ সরকার না আমরা ভারতীয়রা। Inner Line দিয়ে এদের ঘিরে রাখাটা হয়তো এদের বাইরের জগতের থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এটাও অস্বীকার করলে চলবে না যে একটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দ্বীপে সার্বিক প্রগতি কখনো সম্ভব নয়।

এই পর্যায় শেষ করার আগে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা যদি না বলি, তাহলে মিজোদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মিজোরামে প্রতি পঞ্চাশ বছর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ম ধরে আসে এবং ঘটে যায় দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা। অজস্র বাঁশ গাছে ফুটে ওঠে ফুল আর বীজ ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের পর জঙ্গল। বাঁশের বীজ বোধ হয় ইঁদুরের সব থেকে প্রিয় খাদ্য ও বংশবৃদ্ধিকারক। হাজারো হাজারো ইঁদুরের ভোগে চলে যায় সব ফসল। আর ঘটে যায় দুর্ভিক্ষ। এইরকম বাঁশ ফুলের জন্য ঘটা দুর্ভিক্ষকে মিজো ভাষায় বলা হয় mautam, অনেকটা হিন্দি শব্দ মৌতমের মত। এইরকম এক মৌতম যা মিজোদের ইতিহাসকে ওলোটপালট করে দিয়ে যায়, তা ঘটে ১৯৫৯ সালে। প্রতি পঞ্চাশ বছরে আসে মৌতম আর মৌতমের আঠারো বছরের মাথায় আসে mini-mautam বা Thingtam। ১৯৫০ সাল থেকে লুসাই পাহাড় ছিল আসামের অন্তর্ভুক্ত এক আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা এবং স্বশাসিত বা autonomous, সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের বিধান অনুযায়ী। অত্যন্ত অবহেলিত ছিল এই লুসাই পাহাড় বা মিজো জেলা। ১৯৫৯ সালে যখন বাঁশ ফুলের কারণে দুর্ভিক্ষ ঘটে এই প্রত্যন্ত ও দুর্গম জেলা জুড়ে, তখন দুর্ভিক্ষ সহায়তা পাঠানোতে আসাম সরকারের প্রচণ্ড ঢিলেমি মিজোদের বাধ্য করে এক Mizo National Famine Front বা MNFF নামে এক জনহিতকারী সমাজ-সেবী সংস্থা গঠন করতে। MNFF গড়ে ওঠে ১৯৬০ সালে এবং সুদূর গ্রামগুলোতে যেখানে যাবার জন্য ঠিকমত রাস্তাও ছিল না, সেই সব জায়গায় লোকেদের কাছে relief materials নিয়মিতভাবে পৌঁছে দিতে থাকে। এক বছরের মধ্যে MNFF-এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। ১৯৬১ সালে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মিজোরা মুক্ত হলেও, জনগণের দাবীতে ১৯৬১ সালের ২২শে অক্টোবার, MNFF নাম পাল্টে হয়ে যায় Mizo National Front বা MNF নামে এক রাজনৈতিক দল। লালডেঙ্গা যিনি ঐসময় Mizo District Council-এর সামান্য কেরানী ছিলেন, হয়ে বসেন MNF-র Founder President।

লালডেঙ্গা যেন সেই হ্যামেলিনের বাঁশীওয়ালা যাদুকর হয়ে ওঠেন। এই MNF পার্টি পরের বছরগুলোতে আসাম সরকারের অবহেলার বিরুদ্ধে গড়ে তোলে radical বা সশস্ত্র বিদ্রোহ। মিজো স্বশাসিত জেলাকে উপদ্রুত এলাকা বা Disturbed Area হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অসংখ্য মিজো ছাত্র-ছাত্রীরাও MNF-এর এই বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যোগ দেয়। একটাই দাবী: মিজোরামকে এক স্বতন্ত্র দেশ বা nation হিসেবে মর্য্যাদা আদায় করিয়ে দেওয়া, যা ওদের ভাষাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম। এমনই এক ছাত্র, যে ছাত্রাবস্থায়ই যোগ দিয়েছিল MNF-এর গেরিলা বাহিনীতে, যার বিয়ে দিয়েছিলেন লালডেঙ্গা স্বয়ং, মায়ানমারের এক গোপন জায়গায়, সেই ছাত্রটি পরবর্তীকালে Indian Revenue Service-এ যোগ দেয় এবং ঘটনাক্রমে মিজোরামে আমার প্রথম যাওয়ার দিন, শিলচর থেকে আইজল পর্য্যন্ত দীর্ঘ আট ঘন্টার পথে, আমার সঙ্গী হয়। তার নাম জোমাংগাইয়া বা Zohmangaiha। পরের বছরগুলোতে জোমাংগাইয়া আমার এক প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠে।

১৯৮৬ সালে মূলতঃ রাজীব গান্ধীর উদ্যোগে, তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রী লালথানহুলার আত্মত্যাগে ও লালডেঙ্গার শুভবুদ্ধিতে মিজোরামের শান্তি-চুক্তি বা Mizo Peace Accord সম্পাদিত হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি এই কারণে যে, এইরকম অনেক চুক্তি অন্য রাজ্যেও হয়েছে কিন্তু একমাত্র মিজো শান্তি চুক্তি (৩০শে জুন, ১৯৮৬ তারিখের) শেষ পর্য্যন্ত সত্যিকারে সফল হয় এবং মিজো বিদ্রোহীদের মূলস্রোতে সত্যি সত্যিই ফিরিয়ে আনে। এর সংগে সংগে সংবিধেন সংশোধনের মাধ্যমে মিজোরাম ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ তে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৩তম রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অবস্থান করে। আর Excluded Area হিসেবে নয়, তবে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলি Tribal Area হিসেবে অবশ্যই, যদিও গোটা রাজ্যটা নয়, অংশতঃ।

তথ্যসূত্র:

1. Nirmal Nibedan, Mizoram---Dagger's Brigade
2. Dr. A. C. Ray, Mizoram---Dynamics of Change
3. P. Chakraborty, Inner Line Regulations of the North-East

বহির্বিভাগের কিছুকথা

ছবি: নন্দিনী বসু

১ পাতার পর

কথা প্রসঙ্গে জানাই -- বহির্বিভাগ চালাতে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের বহির্বিভাগে দেখানোর fees সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন এসেছে। fees আরও কম করা যায় কিনা? অন্যান্য জায়গায় নাকি আরও কমে হয়। এ জাতীয় প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জানাতে চাই যে, বিগত প্রায় তিরিশ বছর ধরেই গান্ধী সেবা সঙ্ঘে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তারি পরামর্শের সঙ্গে ওষুধও দেওয়ার ব্যবস্থা চালু আছে সপ্তাহের ছয়দিনই মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে যা ভবিষ্যতেও থাকবে। এরই পাশাপাশি নিয়মিত ১০ টাকার বিনিময়ে হোমিওপ্যাথি ও চক্ষু চিকিৎসাও হয়। সঙ্ঘ সর্বদাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সর্বস্তরের জনগণকে সুলভে চিকিৎসা দেবার।

পরিশেষে জানাই, সম্পূর্ণ আধুনিক মানের ১০০ বেডের গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল তৈরি করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা নিশ্চিত, আপনাদের সহযোগীতায় সময়মত গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের দরজা সকলের সামনে উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে।

সংঘ সংবাদ

সেবক প্রতিবেদন: ১ গত ১৭ই মে সঙ্ঘের মাণিক্যমঞ্চে সংঘের সদস্যবৃন্দ রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন। একটি অতি সুন্দর ও মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে "সেবক" পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বক্তা ছিলেন শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, ডঃ হিরন্ময় সাহা ও সম্পাদক গৌতম সাহা। জবা গুহ ঠাকুরতা, অবন সাহা, রঞ্জিতা মুখার্জী, শিশু শিল্পী সৃজা সুর রায় সঙ্গীত পরিবেশন কবেন।

আবৃত্তি করেন সংহতি ঘোষ, মধুমিতা মোদক, উৎপল ঘোষ। দুটি নাচ করেন শ্রীমতি বর্ষা হালদার। সুললিত কণ্ঠে গান শোনান শ্রীমতি ঋতশ্রী ভট্টাচার্য্য। সকল দর্শক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

২ 'সম্পর্ক' নামক সংস্থা মাণিক্যমঞ্চে 'রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা' অনুষ্ঠান করেন। এঁরা নিজেদের অতিথি ও সদস্যদের নিয়ে এখানে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন।

৩ গত ১৯।০৫।১৫ তারিখে 'উপাসনা' নামে সংস্থা থেকে মাণিক্য মঞ্চে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জনসমাবেশ ভালোই হয়েছিল।

A Welfare Endeavour of Gandhi Seve Sangha

GSS HOSPITAL OPD SERVICES

DOCTORS & TIME SCHEDULE	GANDHI MORE, SREEBHUMI, KOL 700 048	
MEDICINE		
Dr. Sudipta Chattopadhyay	MD(Med), DNB(Med)	FRI 4-6 PM
Dr. Subhadip Pal	MD, MRCGP	TUES 5-7 PM
DIABETOLOGY		
Dr. S. B. Roy Choudhury	MBBS, MRCP, MSc (Diab), PGDIP (Geriatric Med)	TUES 4-6 PM
CARDIOLOGY		
Dr. Swapan De	MD, DM	MON 7-8 PM, THURS 4-5 PM
Dr. Sumit Acharya	MBBS, MD(Med), MRCP(UK), MRCP(Ireland), MRCP(Galsgow)	MON & FRI 4-6 PM
Dr. Anirban Kundu	MBBS, DIP CARD	SAT 10-12 AM
GASTROENTEROLOGY		
Dr. Sabyasachi Ray	FRCPI, FACP	THURS 7-8 PM
Dr. Subhabrata Ganguly	MD, DM	TUES 6-8 PM
ORTHOPAEDIC		
Dr. Malay Mandal	D.ORTHO, MS(Ortho), MRCS(Ed)	TUES 9-10 AM
Dr. Sudipta Bandhopadhyay	MS(Ortho)	THURS 10-11 AM
GYNAECOLOGY & OBSTETRICS		
Dr. Ashok Mandal	MD, DGO, FSMF	TUES & FRI 12 AM-1 PM
Dr. Partha Mitra	MD, DGO	SAT 7-8 PM
Dr. Bandana Pal	MBBS, DGO	WED & FRI 6-7 PM
Dr. Trina Sengupta	MBBS, DGO, DNB	THURS 4-6 PM
Dr. Suchismita Das	MBBS, DGO	TUES 4-5 PM, WED 9-11 AM
PAEDIATRIC		
Dr. R. K. Biswas	MD, DCH	FRI 10-12 AM
CHEST MEDICINE		
Dr. A. C. Kundu	MBBS, DTCD(Cal)	MON 4-5 PM
FAMILY MEDICINE & SKIN		
Dr. Joy Basu	MBBS, DNB, FRSM(London)	MON 6-8 PM, THURS 6-8 PM
Dr. Subhas Kundu	MBBS, DVS, ISHA(Bangalore)	TUES 11-12 AM
SURGERY		
Dr. Diptendu Sinha	MS, FAIS	MON, WED 11 AM-1PM
ONCOLOGY		
Prof. Dr. Anup Majumdar	MD(Cal)	WED 11 AM-1 PM
Prof. Dr. Srikrishna Mandal	MD(PGMIR, Chandigarh)	TUES 7-8 PM

ENT

Prof. Dr. Ajit SahaMBBS(Gold,MS, DLO (London) Rcs, (Eng). MS (Eng)TUES, Thurs, 10am-12pm

Dr. Debarshi Roy MS (Gold), MRCS, UK, DOHNS UK Fri. 10-11AM

EYE

Dr. Saibal maitra MS (OPHTH) Wed. 6-7PM Sat. 5-60PM

Dr. Rupam Roy MS (OPHTH), Mon 6-8PM

Gen. Physician

Dr. Sujay Mukherjee Every day

Dr. Suman Kumar Guha ,,

Dr. Saradi Banerjee ,,

Dr. Indranil Basak ,,

Dr. Sayantan Manna ,,

OPD opens MON to SAT, 9 AM-1 PM, 4-8 PM.

Appointment & Enquiry 9903321777, 9836066910.

Doctor consultation fees Rs.100, 150, 200 only. All diagnostic tests at high discount rate.

For details visit www.gandhisevasangha.org; mail to gandhisevasangha1946@gmail.com; or contact Goutam Saha, Secretary 9432000260.

AGNI

AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.

Leader in Solar PV Engineering

An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company

MNRE, Govt. Of India Accredited Channel Partner

HEAD OFFICE:

114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107

Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038

E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত

১ম বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika @ gmail.com